OCT. 1 2 1999

দৈনিক সংবাদ

তারিখ OCT. 12 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম

প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব কার?

গণসাহায্য সংস্থা (জিএসএস) নামে বিদেশী সাহায্যের অর্থে পরিচালিত একটি এনজিও ৭৫০টি বিদ্যালয় চালাতো। প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার কারণে বিদেশী দাতাদের টাকা দেয়া বন্ধ হওয়ায় স্কুলগুলো বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। গত শনিবার ঢাকা শহরের জিএসএস পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়। তাতে তারা দাবি জানিয়েছে তাদের স্কুলগুলো যেন বন্ধ না হয়ে যায় তার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি সংখ্যা বিবেচনা করার মতো। দেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭০ হাজারের মতো। সেখানে জিএসএস-এর অবদান ৭৫০। দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীর গড় সংখ্যা ২২৫/২৫০। সেখানে জিএসএস-এর পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, তাদের স্কুলগুলোর গড় ছাত্র সংখ্যা ৪০০। এসব বিদ্যালয় বিশিষ্টই বলতে হবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পুরোপুরিটাই সরকারের। কোন অভিভাবক চাইলে তার সন্তান-সন্ততিদের বেসরকারি স্কুলে পাঠাতে পারেন। অনুমোদিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতনের একটা বড় অংশও সরকার দিচ্ছে। কয়েকটি এনজিও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্রতর পরিবারের শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিতরণ করছে। আপাতদৃষ্টিতে অব্যাহত বিদেশী সাহায্য ছাড়া এগুলোর টিকে থাকার ক্ষমতা নেই। ভবিষ্যতে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেয়ার আগে এ শিক্ষাটা মনে রাখা উচিত। প্রশ্নটা ছাত্র-ছাত্রীদের অব্যাহত শিক্ষার। দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের ঠকানো অমানবিকও বটে।

জিএসএস পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকারা নাকি কয়েক মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। শিক্ষাবর্ষের এখনও তিন মাস বাকি আছে। এ সময় বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তার জবাবদিহি করবে কে?

রাজধানীসহ সকল শহরেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বিত্তবানরা যাই করুক না, গরিব নগরবাসীরা তাদের সন্তান-সন্ততিদের এসব বিদ্যালয়েই পাঠান এবং আমরা যতদূর জানি শহরের স্কুলগুলোতে শিক্ষকের ঘাটতি নেই। জিএসএস পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে গেলে তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি বিদ্যালয়ে নেয়ার বিষয়টি জরুরিভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত। প্রাথমিক শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কোন এনজিও বা বিদেশী দাতার মেজাজমর্জিনির্ভর হওয়া উচিত নয়।

সরকার যদি দেশে কম-বেশি ৭০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য টাকা-পয়সা খরচ করতে পারে এবং দেশের দেড় কোটি/পৌনে দু'কোটি শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে, তবে জিএসএস চালিত বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় 'ইনটিগ্রেট' করতে না পারার কোন কারণ নেই। মনে রাখা দরকার, প্রাথমিক শিক্ষার মূল দায়িত্ব সরকারের। বেসরকারি সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে পার্টনার মাত্র, খুব ছোট পার্টনারও বটে। তারা শিক্ষাক্ষেত্রে যে কাজ করছে তার মূল্যকে খাটো করে দেখা হচ্ছে না, তবে তাদের উপর নির্ভর করে বসে থাকা যে চলবে না জিএসএস-এর অভিজ্ঞতা আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।